লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক প্রফেসর ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৪২ সালে সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলাধীন আমতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুন্শী মোহাম্মদ বরকত উলাহ। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স, ১৯৬৭ সালে এম এ এবং ১৯৬৪ সালে ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীছ) ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর "Shaikh Ahmed Sirhindi (Rh.) and his Reforms" শীর্ষক বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মে, ১৯৬৮ থেকে মে, ১৯৬৯ পর্যন্ত সরকারী চিটাগাং কলেজে আরবী প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। সরকারী বি.এল কলেজ খুলনায় ২৬-০৫-৬৯ থেকে ৩০-০৫-৭৮ পর্যন্ত লেকচারার পদে কর্মরত ছিলেন। ০১-০৬-৭৮ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত থাকার পর ৩০-০১-১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর ১৯৮৯ সাল থেকে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা, স্যার এ.এফ. রহমান হলের হাউস টিউটর ও প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক দীর্ঘদিন থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। এ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে তার বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উলেখ করা হচ্ছে : ১. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র); ২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব; ৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রঃ); ৪. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র)- জীবন ও কর্ম; ৫. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৬. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ; ৭. মুকাশিফাতে আয়নিয়া; ৮. মা'আরিফে লাদুন্নিয়া; ৯. মাবদা ওয়া মা'আদ; ১০. ইছবাতুন নুবুওয়াত; ১১. আবু দাউদ শরীফ (১ম-৫ম খণ্ড); ১২. রিসালায়ে তাহলীলিয়া; ১৩. স্মরণকালের মরণজয়ী; ১৪. আল-কুরআনের সরল তরজমা (অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৫. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৬. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৭. তাফসীরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৮. তাফসীরে তাবারী শরীফ ৩০তম পারা (অনুবাদক, ই.ফা.বা.); ১৯. সিরাতুন্নবী (স.)- ইবনে হিশাম ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ২০. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ২১. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ; ২২. রূহের সফর।

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং একাডেমীর একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার যোগদান উপলবে সউদী আরব, পাকিস্তান, ভারত ও ইরান সফর করেন। অধ্যাপনা, লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি আত্মশুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। মুজাদ্দেদিয়া কমপেক্স নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ ক'জন গবেষক এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রী করেছেন।

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বিগত ৩০-৬-০৮ সনে ৬৫ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর বিভাগের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে ১৫-৯-০৮ইং থেকে এ্যাড হক ভিত্তিতে সুপার নিউ মেরারী অধ্যাপক বা সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করেছেন।

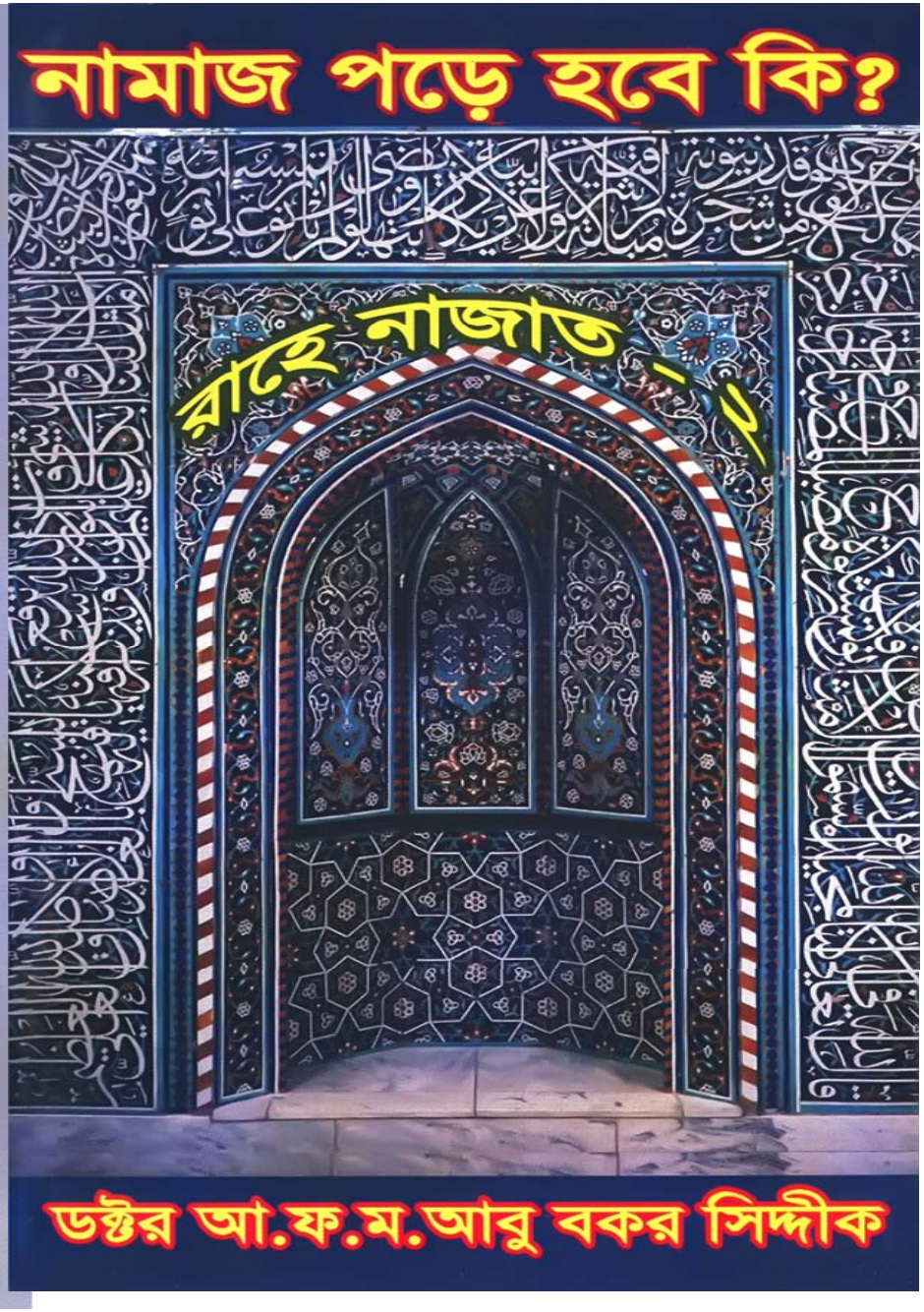

1(1-32)3(30-11-12)

নামায পড়ে হবে কি?

রাহে নাজাত-২

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

নামায পড়ে হবে কি?
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায় :
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৮০৫১৯১৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১২ ঈসায়ী
অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বাংলা
মহররম ১৪৩৪ হিজরী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেস রেলগেট
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মুদ্রণ
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮।

হাদিয়া : বিশ টাকা মাত্র

NAMAZ PORA HOBA KI : by Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique in Bangali. Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128,

Rood # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur # 12, Dhaka, Bangladesh.
Tel. 0088-02-8051918, website : www.khasmujaddidia.org
Price : Tk. 20.00 Only.

লেখকের আরো কয়েকটি বই

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ:)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ:)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মাআরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. কালিমায়ে তাইয়্যেবা
১১. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ, ১-৫ম খণ্ড)
১২. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১৩. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৪. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৬. তাফসীরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৮. সিরাতুন্নবী (সা:)- ইবনে হিশাম, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
২০. রূহের সফর
২১. রূহের খোরাক
২২. আল্-কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২৩. Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.
২৪. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৫. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ : ইসলামের বুনিয়াদ এবং এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস

অধ্যায়-২ : গুনাহসমূহ ঝরে যায়- কিসে? কিরূপে?

* এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :
    ১. হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত...
    ২. হযরত আবূ 'উছমান (রা) থেকে বর্ণিত...
    ৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত...
    ৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত...
* বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করে- কিসে?
* এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :
    ১. হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত...
    * জান্নাতে প্রবেশের জন্য নামাযীর জামানত...

অধ্যায়-৩ : নামাযের তাকীদ ও ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস :

অধ্যায়-৪ : নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস :

অধ্যায়-৫ : জামা'আতে নামায পড়লে লাভ কি?
    * জামা'আতে নামায না পড়লে ক্ষতি কি?

অধ্যায়-৬ : কোন নামায নামাযীকে জান্নাতে পৌঁছাবে?
    * কোন নামায ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে?
    * সব চাইতে নিকৃষ্ট চোর কে?

অধ্যায়-৭ : যেভাবে নামায পড়লে তা কবুল হবে।

بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحِيمِ

পেশ কালাম

আল্-হাম্দু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আছ্হাবিহী আজ্মাইন। আম্মা বাদ :

ইসলামের বুনিয়াদ বা মূল ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। আর কালিমার পর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায। আল্-কুরআনের বিরাশি জায়গায় "নামায কায়েম করার" বিষয় উল্লেখ রয়েছে। কোন মুমিন ব্যক্তি যদি খুশু-খুযূ ও মহব্বতের সাথে ঠিকমত নামায আদায় করে, তবে সে আল্লাহ্র দিদার লাভে সক্ষম হয়, তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত হয় এবং সে আল্লাহ্র অতি প্রিয় বান্দা হয়ে যায়।

কিন্তু আক্ষেপ! অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার কাজে এত ব্যস্ত ও মত্ত যে, তারা নামায পড়তে চায় না, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে অনেকে বলে : "নামায পড়ে হবে কি?"

যে নামায হলো- 'জান্নাতের দরজার চাবি' 'মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ, এর প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে একে অবহেলা করে পরিত্যাগ করে, যেন-তেনভাবে নামায পড়ে মনে করে যে, জান্নাতে যাওয়ার চাবি পেয়ে গেছি, তাদের সতর্ক করার জন্য কুরআন, হাদীস ও বাস্তব ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে সঠিকভাবে নামায আদায়ের সুফল, তথা জান্নাত লাভ এবং এর অন্যথায় আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে 'হাবিয়া' নামক জাহান্নামে যেতে হবে, সে তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

এ ছোট গ্রন্থে মোট ৭টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে- ইসলামের বুনিয়াদ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে- গুনাহসমূহ ঝরে যায় কিসে, কিভাবে? এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে- নামাযের তাকীদ ও ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে- নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি। পঞ্চম অধ্যায়ে- জামাতে নামায পড়লে লাভ এবং না

পড়লে ক্ষতি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে- কোন নামায নামাযীকে জান্নাতে বা জাহান্নামে নিয়ে যাবে এবং সপ্তম অধ্যায়ে- যেভাবে নামায পড়লে তা কবুল হবে তা আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ কবুল করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

আহকার

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

* ইসলামের বুনিয়াদ এবং এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :

عَنِ ابنِ عمَرَ رض قَالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ : بِنىَ الاِسلاَم عَلى خَمسٍ شَهَادَةُ اَنْ لآ اِلَهَ اِلا اللهُ وَاَن محَمدا عَبده وَرَسولُه وَاِقَامَ الصلوةِ وَاِيتَاءِ الزكوةِ وَالْحَج وَصَوم رَمَضَانَ. (متفَق عَلَيهِ)

অর্থ : "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ইসলামের বুনিয়াদ বা মূল ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক. এরূপ সাক্ষ্যদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। দুই. নামায কায়েম বা আদায় করা; তিন. যাকাত (সম্পদের) প্রদান করা, চার. হজ্জ আদায় করা এবং পাঁচ. মাহে রমজানে রোজা রাখা।"[১]

বস্তুত উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ই ঈমানের মূল ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে ইসলামকে পাঁচ স্তম্ভবিশিষ্ট তাঁবুর সাথে তুলনা করেছেন। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত তাঁবুর চার কোণের চারটি খুঁটিস্বরূপ এবং কালিমায়ে তাইয়্যেবা বা কালিমায়ে শাহাদাত বা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" হলো তাঁবুর মাঝখানের খুঁটি, যেটা ব্যতীত তাঁবু স্থাপন করা যায় না।

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয়সহ মুসলমানের জন্য জানা ও মানা অবশ্য কর্তব্য। তবে কালিমায়ে তাইয়্যেবার পর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : اَلصلوةُ مِفْتَاحُ الْجَنةِ অর্থাৎ "নামায জান্নাতের দরজার চাবি।" তিনি আরো বলেছেন : اَلصلوةُ مِعرَاجُ الْمؤمِنِينَ অর্থাৎ "নামায মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ।"[২]

---

১. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি তাঁদের রচিত গ্রন্থ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেছেন।

২. আল-হাদীস, ইবনে মাযাহ শরীফ বর্ণিত।

উল্লেখ্য যে, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কুরবত বা নৈকট্য লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গমন করে আরশ, কুরসী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সফর শেষে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন। এরপর আল্লাহ্‌র নিকট হতে পাঁচ ওয়াক্‌ত নামায ফরয স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়াতে ফিরে আসেন এবং এ ঘটনা সাহাবীদের নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা আক্ষেপ করে বলেন : আমরাও যদি মিরাজে গমন করতে পারতাম :

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : اَلصلوةُ مِعرَاج الْمؤمِنِينَ "নামায মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ, "অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি যদি খুশু-খুযূ ও মহব্বরে সাথে ঠিকমত নামায আদায় করে, তবে সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করে, তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত হয় এবং সে আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় বান্দা হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের পাঁচটি মূল বুনিয়াদ বা স্তম্ভের মধ্যে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্‌ তায়ালা আল্‌-কুরআনের বিরাশি স্থানে স্পষ্টভাবে নামাযের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : وَاَقِيموا الصلوةَ

অর্থ : আর তোমরা সালাত বা নামায কায়েম কর, অর্থাৎ নামাযকে সঠিক ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বা আদায় কর।[৩]

নামাযের মাধ্যমে নামাযী ব্যক্তি আল্লাহকে দেখতে পায়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَنْ تعبدَ اللهَ كَاَنكَ تَرَاه فَاِنْ لَم تَكُن تَرَاه فَاِنه يَرَاكَ.

অর্থাৎ "তুমি এরূপে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখেছো আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।"[৪]

আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাত তৈরী করেছেন, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর নামায হলো- জান্নাতের চাবি। তাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঠিকমত নামায আদায় করা একান্ত প্রয়োজন।

৩. আল্‌-কুরআন, সূরা মুয্‌যাম্মিল : ২০ আয়াত।
৪. আল-হাদীস, মিশ্‌কাত শরীফ, কিতাবুল ঈমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

* গুনাহসমূহ ঝরে যায়-কিসে? কিরূপে?

*** এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :**

عَن اَبِى ذَر رض اَن النبِى صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ خَرَجَ فِى الشتَآءِ وَالْوَرَق يَتهَافَت فَاَخَذَ مِن شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذِلكَ الْوَرَق يَتهَافَت فَقَالَ يَا اَبَا ذَر. قُلْت لَبيكَ يَا رَسولَ اللهِ، قَالَ اِن الْعَبدَ الْمسلِمَ لِيصَلى الصلوةَ يرِيد بِهَا وَجهَ اللهِ فَتهَافَت عَنه ذُنوبه كَمَا تَهَافَت هذَا الْوَرَق عَن هذِهِ الشجَرَةِ. (رواه احمد)

অর্থ : হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে বাইরে বের হন, আর তখন গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছিল। এ সময় তিনি গাছের একটি ডাল হাত দিয়ে ধরলে তা থেকে আরো বেশি পাতা ঝরে পড়ে।

তখন তিনি বলেন : হে আবূ যর! জবাবে আমি বলি : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি হাজির আছি। এ সময় তিনি বলেন : কোন মুসলিম বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সালাত বা নামায আদায় করে, তখন তার দেহ থেকে এই গাছের পাতার মত গুনাহসমূহ ঝরে যায়।[৫]

উল্লেখ্য যে, শীতকালে গাছের পাতা এত বেশী ঝরে পড়ে যে, কোন কোন গাছে একটি পাতাও অবশিষ্ট থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তুলনা করে বলেছেন : কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর মহব্বত প্রাপ্তির জন্য ইখলাসের সঙ্গে সালাত আদায় করে, তখন তার সব গুনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তায়ালা মাফ করে দেন। 'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইখলাস বা আন্তরিকতার সাথে নামায আদায় করলে ছগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। যদি কবীরা গুনাহ থাকে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করা জরুরী।

عَن اَبِى عثْمَانَ رض قَالَ كُنت مَعَ سَلْمَانَ رض تحتَ شَجَرَةٍ فَاَخَذَ غُصنا منهَا يَابِسا فَهزه حَتى تَحَات وَرَقُه ثُم قَالَ يَا اَبَا عثْمَانَ ... قَالَ اِن الْمسلِمَ اِذَا تَوَضأَ فَاَحسَنَ الْوضوءَ ثُم صَلى الصلَوَاتِ الْخَمسَ تَحَاتت خَطَايَاه كَمَا تَحَات هذَا

৫. আল্‌-হাদীস, আহমদ (র) থেকে বর্ণিত।

الْوَرَق وَقَالَ : اَقِمِ الصلوةَ طَرَفِى النهَارِ وَزلَفًا مِنَ الليلِ اِن الْحَسَنَاتِ يذْهِبنَ السيئَاتِ. ذَلِكَ ذِكْرى لِلذاكِرِينَ. (رواه احمد)

অর্থ : হযরত ‘উছমান (রা) বলেন : একদা আমি হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর সাথে একটি গাছের নীচে ছিলাম। তিনি ঐ গাছের একটি শুকনা ডাল ধরে নাড়া দিলেন, ফলে এর সব পাতা ঝরে গেল। তখন তিনি আমাকে বললেন : হে আবূ উছমান! তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না যে, আমি কেন এরূপ করলাম?

তখন আমি বললাম : বলুন, কেন আপনি এরূপ করলেন? তখন তিনি আমাকে বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে একটি গাছের নীচে অবস্থান করছিলাম। এ সময় তিনি একটি গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলে, গাছের পাতা ঝরে পড়তে থাকে।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে সালমান! আমি কেন এরূপ করলাম, তা তো তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে না? আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন আপনি এরূপ করলেন?

জবাবে তিনি (স.) বলেন : যখন কোন মুসলিম উত্তমরূপে উযূ করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, তখন তার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেমন এই পাতাগুলি ঝরে পড়ছে। এরপর তিনি আল-কুরআনের এই আয়াত ঃ اَقِمِ الصلوةَ طَرَفِى النهَارِ পাঠ করেন। যার অর্থ হলো : “তুমি দিনের উভয় প্রান্তে অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতেরও একাংশে নামাযকে কায়েম কর।[৬] নিশ্চয় নেক আমল গুনাহকে দূর করে দেয়। এ হলো নসীহত বা উপদেশ তাদের জন্য, যারা নসীহত মেনে চলে।[৭]

উল্লেখ্য যে, খুশু-খুযূসহ সঠিকভাবে নামায আদায় করার ফলে গুনাহ মাফ হওয়ার উল্লেখ অনেক হাদীছে আছে। এমনকি উত্তমরূপে উযূ করার ফলে, যেসব অংগ-প্রত্যংগ উযূর মধ্যে ধৌত করা হয়, সেসব অংগের গুনাহ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। হাদীসে আরো বর্ণিত আছে : “যেসব অংগ উযূর মধ্যে ধোয়া হয়, কিয়ামতের দিন ঐসব অংগ উজ্জ্বল আলোর ন্যায় ঝলমল করবে। যা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতদের চিনতে পারবেন।[৮] সুবহানাল্লাহ!

৬. আল্-কুরআন; সূরা হূদ, আয়াত : ১৫১।
৭. আল-হাদীস, আহমদ বর্ণিত।
৮. আল-হাদীস।

عَن اَبِى هَرِيرَةَ رض قَالَ سَمِعت رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ : اَرَءَيتم لَو اَن نَهرا بِبَابِ اَحَدِكُم يَغتَسِلُ فِيهِ كُل يَومٍ خَمسَ مَراتٍ هَلْ يَبقى مِن دَرَنه شَيئٌ. قَالُوا لاَ يَبقى مِن دَرَنه شَيئٌ. قَالَ فَكَذلِكَ مِثْلُ الصلَوات الْخَمسِ يَمحوا اللهُ بِهِن الْخَطَايَا. (رواه بخارى ومسلم)

অর্থ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আচ্ছা বল দেখি, যদি তোমাদের কারোর বাড়ীর সামনে একটি নদী থাকে এবং সে ব্যক্তি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকতে পারে?

জবাবে সাহাবারা বললেন : না, কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বা নামাযের অবস্থাও তাই। আল্লাহ্ তায়ালা এর দ্বারা নামাযীর সব গুনাহ মাফ করে দেন।[৯]

عَن جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ : مَثَلُ الصلَوات الْخَمسِ كَمَثَلِ نَهرٍ جَارٍ غَمرٍ عَلى بَابِ اَحَدِكُم يَغتَسِلُ فِيهِ كُل يَومٍ خَمسَ مَراتٍ.... (رواه مسلم)

অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বা নামাযের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন কারোর দরজার সামনে একটি গভীর নহর বা নদী প্রবাহিত, আর সে ব্যক্তি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে।[১০]

উল্লেখ্য যে, প্রবাহমান ও গভীর পানি অধিক কলুষমুক্ত ও পবিত্র হয়ে থাকে, তাই এ হাদীসে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষ যত বেশী পরিষ্কার পানিতে গোসল করে, তার শরীর তত বেশী পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায মধ্যবর্তী সময়ের জন্য

৯. বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।
১০. আল হাদীস, মুসলিম বর্ণিত

কাফ্ফারা-স্বরূপ; অর্থাৎ এক নামায হতে অন্য নামাযের মধ্যবর্তী সময় যেসব সগীরা গুনাহ হয়, তা পরবর্তী নামাযের বরকতে আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দেন। যেমন ফজরের নামায আদায়ের পর মানুষ দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হয়। যখন সে জোহরের নামাযের জন্য উযূ করে এবং পরে জোহরের নামায আদায় করে, তখন এর ফলে মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলো রাহ্মানুর রহীম ও গাফুরুর রহীম আল্লাহ মাফ করে দেন। এভাবে জোহর থেকে আসর, আসর থেকে মাগরিব ও মাগরিব থেকে এশার নামায যখন কোন মুমিন বান্দা যথাযথভাবে আদায় করে, তখন সেসব সগীরা গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদি কোন কবীরা গুনাহ, কোন কারণে হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে তাহার ইস্তিগফার জরুরী।[১১]

* বিপদ-আপদ ও বালা-মসিবত থেকে রক্ষা করে- কিসে?

*** এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :**

عَن حذَيفَةَ رض قَالَ كَانَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ اِذَا حَزَبه اَمر فَزَعَ اِلَى الصلوة. (رواه ابو داؤد وابن جرير)

অর্থ : হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই তিনি নামায আদায় করতেন।[১২]

উল্লেখ্য যে, নামায আল্লাহ্ তায়ালার একটি বড় রহমত। কাজেই বিপদ-আপদ ও মসিবতের সময় নামাযে দাঁড়ানোর অর্থ হলো আল্লাহ্র রহমতের প্রতি ঝুঁকে পড়া। যখন ঘূর্ণিঝড় শুরু হতো, তখন নবী করীম (স.) মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতেন। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময়ও তিনি নামাযে লিপ্ত হতেন। বালা-মসিবত ও বিপদের সময় আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ার বিষয় আল-কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَاستَعِينوا بِالصبرِ وَالصلوةِ অর্থাৎ তোমরা নামায ও সবরের দ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর।[১৩]

১১. আল-হাদীস বর্ণিত।
১২. আল-হাদীস, আবু দাউদ ও ইবন জারীর (র) বর্ণিত।
১৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৩।

এ সম্পর্কে একটি সত্য ঘটনা বর্ণনা করা হলো : কথিত আছে যে, কুফা শহরে একজন বিশ্বস্ত কুলি ছিল। ব্যবসায়ীরা তার মাধ্যমে মালা-মাল এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠাত। একবার সে কোথাও যাওয়ার সময় একটি লোকের সাথে তার দেখা হয়। লোকটি কুলির নিকট তার গন্তব্যস্থল জেনে বললো, আমিও ঐ শহরে যাব। যদি তুমি আমাকে তোমার গাধার উপর চড়িয়ে নেও, তবে এর বিনিময়ে আমি তোমাকে একটা সোনার মোহর দেব। লোকটি এতে রাজী হয়ে তাকে তার গাধায় চড়িয়ে নিল।

পথে একটি দ্বিমুখী রাস্তার মোড়ে পৌঁছে সে ব্যক্তি কুলিকে জিজ্ঞেস করলো : ভাই, কোন পথে যাবে? কুলি তার চেনা পথের কথা বললে লোকটি বললো : ঐ পথে গেলে আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব।

কুলি, লোকটির কথা বিশ্বাস করে অপরিচিত পথে যেতে রাজী হলো। কিন্তু একটু পরে সে দেখলো, পথটি এক গভীর জঙ্গলে গিয়ে শেষ হয়েছে। সে আরো দেখলো, সেখানে অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে।

সেখানে পৌঁছামাত্রই আরোহী লোকটি গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লো এবং তরবারী বের করে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। সব কিছুর বিনিময়ে কুলি জীবন ভিক্ষা চাইলে, সে লোকটি তাতে রাজী না হয়ে বললো : আমি আগে তোমাকে হত্যা করব। তারপর সব লুণ্ঠন করবো। অবশেষে সে দু'রাকাত নামায পড়ার জন্য সময় চাইলো। বেচারা নামায শুরু করলো, কিন্তু কোন আয়াত তার মনে আসছিল না। ওদিকে দস্যু লোকটি জলদি নামায শেষ করার তাগিদ দিচ্ছিল। এই চরম বিপদের সময় তার মুখ থেকে এই আয়াত উচ্চারিত হলো :

اَمن يجِيب الْمضطر اِذَا دَعَاه وَيكْشِف السوءَ.

অর্থ : তিনি কে, যিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তার বিপদ দূর করে দেন?[১৪]

কুলি কাঁদতে কাঁদতে এই আয়াত পাঠ করছিল। হঠাৎ সেখানে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরা একজন অশ্বারোহী ব্যক্তি এসে বল্লমের আঘাতে সে দস্যুকে হত্যা করলো। এ অবস্থা দেখে নামাযরত লোকটি আল্লাহ্র শোকর আদায় করে তাকে জিজ্ঞাসা করলো :

দয়া করে বলুন আপনি কে? আর এখানে কেমন করে আসলেন? তখন

১৪. আল-কুরআন, সূরা নামল ; আয়াত : ৬২।

অশ্বারোহী ব্যক্তিটি বললো : আমি أمن يجيب المضطر এর গোলাম। এখন তুমি নিরাপদে যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। একথা বলার পর অশ্বারোহী ব্যক্তিটি চলে যায়।[১৫]

* জান্নাতে প্রবেশের জন্য নামাযীর জামানাত :

عَن اَبِى قَتَادَةَ بن رِبعِى قَالَ قَالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى اِنى اِفتَرَضت عَلى اُمتِكَ خَمسَ صَلَوَاتٍ وَعَهدت عِندِى عَهدا اَنه مَن حَافَظَ عَلَيهِن لِوَقتِهِن اَدخَلتُه الجَنةَ فِى عَهدِى وَمَن لم يحَافِظ عَلَيهِن فَلا عَهدَ لَه عِندِى. (رواه در منثور)

অর্থ : হযরত আবু কাতাদা ইবন বিরঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

নিশ্চয়ই আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে ব্যক্তি এই নামাযসমূহ গুরুত্বের সাথে সময়মত আদায় করবে, তাকে আমি আমার জিম্মাদারীতে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি এই নামাযের প্রতি যত্নবান হবে না, তার ব্যাপারে আমার কোন জিম্মাদারী নেই।[১৬]

উল্লেখ্য যে, অনেক হাদীসে উল্লেখ্য আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। কোন ব্যক্তি সঠিকভাবে যখন নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই তাকে আখিরাতে জান্নাত দান করবেন।

আর যদি কেউ নামাযের হক আদায় না করে এবং সঠিক ও সুন্দরভাবে নামায না পড়ে, তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না, তার স্থান হবে জাহান্নামে। তাই অনুরোধ, আসুন সবাই মৃত্যুর আগে সতর্ক হই এবং সঠিকভাবে নামায আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা করি।

১৫. নুযহাতুল মাজালিস দ্রষ্টব্য।

১৬. আল-হাদীস, দুররে মানছুর বর্ণিত। এটি হাদীসে কুদসী অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী। তবে কুরআনে নেই। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যবানীতে প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

* নামাযের তাকীদ ও ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস :

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করে, তা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর, দলিল ও নাজাত বা মুক্তির কারণ হবে।[১৭]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী বস্তু হলো নামায।[১৮]

৩. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর একটি চিহ্ন বা পরিচয় আছে, আর ঈমানদার বা মুমিনের বিশেষ পরিচয় হলো- নামায আদায় করা।[১৯]

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামায হলো দ্বীনের বা ধর্মের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করে, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। আর যে ব্যক্তি তা পরিহার করে, সে যেন দ্বীন বা ধর্মকে ধ্বংস করে।[২০]

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামায ফরয করেছেন এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিনি নামাযের হিসাব নিবেন।[২১]

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের নিদর্শন একমাত্র নামায। যে ব্যক্তি একান্তে সময় ও ওয়াক্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায আদায় করে, সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন।

৭. যদি কোন গুনাহের কারণে নামাযী ব্যক্তির জাহান্নামে প্রবেশ করে, তবে তার সিজ্দার অঙ্গ দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না।

১৭. আল-হাদীস, আহমদ, দারেমী, বায়হাকী শুআবুল ঈমান বর্ণিত।

১৮. ইবনে মাজাহ শরীফ বর্ণিত।

১৯. আল-হাদীস।

২০. আল-হাদীস।

২১. আল-হাদীস।

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কোন ব্যক্তি যখন নামাযের মধ্যে সিজদারত থাকে, তখন সে আল্লাহ্‌র অধিক কুরবত বা নৈকট্য লাভ করে।[২২]

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সঠিকভাবে উযূ করে বিনয়ের সাথে দুই রাকাত ফরয বা নফল নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করে, মহান আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।[২৩]

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্‌তের নামায গুরুত্ব সহকারে, রুকূ-সিজদাসহ সঠিকভাবে আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব ও জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়।[২৪]

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কোন মু'মিন মুসলমান যখন গুরুত্বের সাথে পাঁচ ওয়াক্‌তের সালাত আদায় করে, তখন শয়তান তাকে ভয় করে। আর সে যখন নামাযের প্রতি গাফিল হয়, তখন শয়তানের সাহস বেড়ে যায় এবং তাকে কুপথে নিয়ে যায়।[২৫]

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট এসে বলেন : হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি যতদিন বেঁচে থাকুন না কেন, অবশ্যই একদিন আপনাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর আপনি যাকে ইচ্ছা ভালবাসুন না কেন, একদিন তার থেকে পৃথক হতেই হবে; আর ভাল বা মন্দ যে আমলই করুন না কেন, তার প্রতিফল অবশ্যই পাবেন। জেনে রাখুন, মুমিনের শরাফত বা বুজুর্গি তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে। গভীর রাতের দু'রাকাত নামায দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : কষ্টের আশংকা না থাকলে, আমি তা আমার উম্মতের উপর ফরয করে দিতাম।[২৬]

১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন : তোমরা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবে। কারণ তাহাজ্জুদ পড়া নেক্কার বান্দাদের

২২. আল-হাদীস।
২৩. আল-হাদীস।
২৪. আল-হাদীস।
২৫. আল-হাদীস।
২৬. আল-হাদীস।

তরীকা, আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায়। তাহাজ্জুদের নামায বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে। তাহাজ্জুদের কারণে আল্লাহ্ সে ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেন এবং এর দ্বারা দেহের সুস্থতা লাভ হয়ে থাকে।[২৭]

১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ জগতে আমার নিকট তিনটি জিনিস অতি প্রিয়। আর তা হলো : সুগন্ধি, নারী, আর আমার চোখের তৃপ্তি বা শান্তি নামাযে নিহিত।[২৮]

১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে পাঁচ ওয়াক্‌তের সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে পাঁচ প্রকারে সাহায্য করবেন :

১. রুজী-রোজগার ও দুনিয়ার জীবনের সংকীর্ণতা থেকে তাকে মুক্ত রাখবেন;

২. তার উপর থেকে কবরের আযাব দূর করে দেবেন;

৩. মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তার ডান হাতে দেবেন;

৪. সে ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে পার হয়ে যাবে।

৫. সে ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৯]

১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামায দ্বীনের খুঁটি বা স্তম্ভস্বরূপ এবং এর মধ্যে দশ প্রকার সৌন্দর্য আছে : নামায মুখমণ্ডলের নূর বা জ্যোতি, অন্তরের নূর, দেহের আরাম ও সুস্থতার কারণ, কবরের সাথী, আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হওয়ার কারণ, আকাশের কুঞ্জি, নেক-আমলের পাল্লা ভারী হওয়ার বস্তু, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ, জান্নাতের মূল্য এবং জাহান্নামের প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে, আর যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে, সে দ্বীনকে ধ্বংস করে।[৩০]

২৭. আল-হাদীস।
২৮. আল-হাদীস।
২৯. আল-হাদীস।
৩০. আল-হাদীস।

চতুর্থ অধ্যায়

*** নামায না পড়ার পরিণতি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :**

عَن جَابِر بن عَبد اللهِ رض قَالَ قَالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ اَلْفَرق بَينَ الاِسلاَمِ وَالْكُفْرِ تَرك الصلوة. (رواه ابن ماجه)

অর্থ : হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী বস্তু হলো- নামায।[৩১]

عَن عَبَادَةَ بن الصامِتِ رض قَالَ اَوصَانِى خَلِيلِى رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ بِسَبعِ خِصَالٍ فَقَالَ لاَ تشرِكُوا بِاللهِ شَيئًا... وَلاَ تَترُكُوا الصلوةَ...الخ (رواه طبرانى)

অর্থ : হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি উপদেশ দিয়েছেন। যার চারটি হলো :

১. তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। যদিও এর জন্য তোমাদের টুকরা-টুকরা করে কাটা হয় অথবা তোমাদের আগুনে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা হয় বা তোমাদের শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।

২. আর তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করবে না; কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

৩. আর তোমরা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে না; কেননা এতে আল্লাহ্ তায়ালা নারায বা অসন্তুষ্ট হন।

৪. আর তোমরা শরাব বা মদ পান করবে না; কেননা, তা সব ধরনের পাপের মূল উৎস।[৩২]

৩১. আল-হাদীস, ইবনে মাযা বর্ণিত।

৩২. আল-হাদীস, তিব্‌রানী বর্ণিত।

عَن نَوفَلَ بن مَعاوِيَةَ اَن النبِى صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ : مَن فَاتته صَلوةٌ فَكَانَمَا وتِرَ اَهلُه وَمَالُه. (ابن حبان)

অর্থ : নওফেল ইবন মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তির এক ওয়াক্‌তের নামায বিনষ্ট হলো, তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সব কিছুই যেন কেড়ে নেয়া হলো।[৩৩]

উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ মানুষ সন্তান-সন্ততির সংরক্ষণে বা ধন-সম্পদ উপার্জনের লোভে নামায বিনষ্ট বা ধ্বংস করে। তাই, যে ব্যক্তি নামাযকে বরবাদ করে, সে এর পরিণতিতে সর্বহারা হয়ে যায়।

কিন্তু আফছোছ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পবিত্র ও সতর্ককারী অনেক মুসলমানের হৃদয়ে কোন ভয়ের সৃষ্টি করে না।

روىَ اَنه عَلَيهِ الصلوةُ وَالسلاَم قَالَ : مَن تَرَكَ الصلوةَ حَتى مَضى وَقْتَهَا ثُم قَضى عذبَ فِى النارِ حقْبا وَالْحقْب ثَمَانونَ سَنَةً وَالسَنَةُ ثَلثُمِائَةٍ وستونَ يوما وَكُل يَومٍ كَانَ مِقْدَاره اَلْفَ سَنَةٍ. (مجالس الابرار)

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নামায এইভাবে ছেড়ে দেয় যে, এর সময় চলে যায় এরপর সে ক্বাযা পড়ে নেয়। তাকে জাহান্নামের আগুনে এক হোক্‌বা পরিমাণ সময় দগ্ধ করা হবে। আশি বছরে এক হোক্‌বা, প্রতি বছর তিন শত ষাট দিন ও প্রতিদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। সুতরাং এ হিসাবে এক হোক্‌বার পরিমাণ হলো- দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর।

উল্লেখ্য যে, আভিধানিক অর্থে হোক্‌বা হলো- দীর্ঘ সময়। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস মতে, এর পরিমাণ উল্লিখিত ৮০ বছরে এক হোক্‌বা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা এরূপ দু'আ করবে, "ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে বঞ্চিত ও হতভাগ্য করো না।"

সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন : বঞ্চিত হতভাগ্য কারা? জবাবে তিনি (স.) বলেন :

৩৩. আল-হাদীস; ইবন হিব্বান বর্ণিত।

নামায পড়ে না, তারাই হতভাগ্য ও বঞ্চিত। ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই।[৩৪]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি নামায পড়বে না, পরিত্যাগ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে।[৩৫]

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, নবী করীম (স.) বলেছেন : জাহান্নামের মধ্যে 'লম্-লম্' নামে একটি ময়দান আছে। এতে উটের ঘাড়ের ন্যায় বড় বড় সাপ আছে, যাদের দৈর্ঘ্যতা হবে এক মাসের পথ। যারা নামায পড়বে না, সেখানে তারা শাস্তি ভোগ করবে।[৩৬]

যারা নামায পড়ে না, অবহেলা করে, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : জাহান্নামের মধ্যে "জুব্‌বুল হুজ্‌ন" নামে একটি ময়দান আছে, যা বিচ্ছুতে ভরা, যারা দেখতে হবে খচ্চরের মত। বে-নামাযীদের দংশন করার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩৭]

৩৪. আল-হাদীস, মাজালিসুল আব্‌রার বর্ণিত।

৩৫. আল-হাদীস।

৩৬. আল-হাদীস।

৩৭. আল-হাদীস।

পঞ্চম অধ্যায়

* জামাতে নামায পড়লে কি লাভ হবে?

একা নামায না পড়ে জামাতে নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে হাদীস :

عَن ابن عمر رض أن رَسولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ : صَلوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِن صَلوةُ الْفَذ بِسَبعِ وعِشرِينَ دَرَجَةً. (رواه بخارى)

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : জামাতে সালাত আদায় করা, একাকী নামায পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ উত্তম।[৩৮]

উল্লেখ্য যে, কোন মুমিন মুসলমান যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় নামায পড়ে, তখন ঘরে একা নামায না পড়ে মসজিদে গিয়ে জামাতে আদায় করা উত্তম। কেননা, এতে সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে।

দুনিয়ার কোন ব্যবসায় যখন কেউ লাভের কথা শোনে, তখন সে ব্যবসার দিকে ছুটে যায়। অপরপক্ষে, আখিরাতের ব্যবসায় সাতাশ গুণ বেশী লাভের কথা জেনেও এদিকে খেয়াল করে না। বস্তুতঃ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। নামায আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাতে যেতে সাহায্য করবে। কাজেই, জামাতে নামায পড়ার জন্য সকলের উচিত যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি জিনিস দেখে আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্টি হন। যথা : ১. নামাযের জামাতের কাতার, ২. যে মুমিন মুসলিম শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং, ৩. যে মুসলমান দ্বীনের জন্য জিহাদ করে।[৩৯]

عَن سَهَل ابن سَعَدَن الساعِدِى رض قَالَ قَالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ

৩৮. আল-হাদীস, বুখারী শরীফ বর্ণিত।

৩৯. আল-হাদীস।

وَسَلَمَ بَشِرِ الْمَشائِينَ فِى الظلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنورِ التام يَومَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابن ماجه)

অর্থ : হযরত সাহাল ইবন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

'যারা রাতের অন্ধকারে বেশী বেশী মসজিদে গমন করে (নামায পড়ার জন্য); তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর।[৪০]

উল্লেখ্য যে, অন্ধকার রাতে সালাত আদায়ের জন্য যারা মসজিদে যায়, কিয়ামতের দিন একটি উজ্জ্বল নূর তাদের সাথে সব সময় থাকবে।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মসজিদ হতে যত দূরে থাকবে, সে তত বেশী সওয়াব পাবে। কারণ, প্রতি কদমে বা পদক্ষেপেই ফিরিশতারা সওয়াব লিখে। এজন্য কোন কোন সাহাবী ছোট ছোট কদম রেখে মসজিদে যাতায়াত করতেন।[৪১]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, "তিনটি বিষয়ের সওয়াব যদি লোকদের জানা থাকতো, তবে তা লাভ করার জন্য তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। তা হলো :

১. আযান দেওয়া;
২. দুপুরে জামাতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়া;
৩. এবং জামাতের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়া।[৪২]

* জামাতে নামায না পড়লে ক্ষতি কী?

عَن اِبنِ عَباسٍ رض أنه سِئلَ عَن رَجلٍ يَصوم النهَارَ وَيقُوم الليل وَلاَ يَشهَد الْجَمَاعَةَ وَلاَ الْجمعَةَ. فَقَالَ هذَا فِى النارِ. (رواه الترمذى)

অর্থ : একদা এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করে যে, "জনৈক ব্যক্তি সারাদিন রোজা রাখে এবং সারারাত নফল নামায পড়ে।

৪০. আল-হাদীস, ইবনে মাযা শরীফ বর্ণিত।
৪১. আল-হাদীস।
৪২. আল-হাদীস;

কিন্তু সে লোকটা জুমু'আর নামায পড়ে না এবং নামাযের জামাতে শরীক হয় না। তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

জবাবে তিনি বলেন : "সে লোকটি জাহান্নামে যাবে।"[৪৩]

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তায়ালার লা'নত বা অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। যথা :

১. মসজিদের ঐ ইমাম, যার উপর মুসল্লীগণ যে কোন সংগত কারণে অসন্তুষ্ট;
২. ঐ স্ত্রীলোক যার উপর তার স্বামী বিশেষ কোন কারণে নারাজ বা অসন্তুষ্ট এবং
৩. ঐ নামাযী ব্যক্তি, যে মসজিদের মুয়াজ্জিনের আযান শোনার পর জামাতে শরীক হয়ে নামায আদায় করে না।[৪৪]

عَن اَبِى هرِيرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : لَقَد هَممت أن اٰمرَ فِتيَتِى فَيجمَعوا لِى حَزما مِن حَطَبٍ ثُم اَتِى قَوما يصَلونَ فِى بيوتِهم لَيسَت بِهم عِلةٌ فَاُحرِقَهَا عَلَيهِم. (رواه مسلم)

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"আমার মন চায় যে, আমি কিছু সংখ্যক যুবককে অনেক জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের আদেশ দেই; তারপর আমি সেই সব লোকের কাছে যাই, যারা বিনা ওযরে তাদের ঘরেই নামায আদায় করে, আর গিয়ে তাদের ঘরবাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেই।"[৪৫]

উল্লেখ্য যে, রাহমাতুললিল আলামীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের উপর খুবই মেহেরবান ছিলেন। কারও সামান্যতম দুঃখ কষ্ট তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। তবুও জামাত তরককারীদের

৪৩. আল-হাদীস, তিরমিযি শরীফ বর্ণিত।
৪৪. আল-হাদীস;
৪৫. আল-হাদীস, মুসলিম শরীফ বর্ণিত।

বেলায় তিনি এতই রাগান্বিত হতেন যে, যারা মসজিদে গিয়ে জামাতে শরীক হয়ে নামায পড়তো না, তিনি তাদের ঘর-বাড়ী পর্যন্ত পুড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

কারণ, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী, তাই তার উম্মত চিরস্থায়ী জীবনে যাতে বিপদগ্রস্ত না হয়, সে কারণে এভাবে তাদের সাবধান করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

* কোন নামায নামাযীকে জান্নাতে পৌঁছাবে?

আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

اِن الصلوةَ تنهى عَنِ الْفَحشَاءِ وَالْمنكرِ.

অর্থ : "নিশ্চয় নামায মানুষকে যাবতীয় মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখে।[৪৬]

আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন :

قَد اَفْلَحَ الْمؤمِنونَ الذِينَ هم فِى صَلاَتِهم خَاشِعونَ.

অর্থ : "নিশ্চয় মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের সালাত বা নামাযে বিনয়-নম্র।"[৪৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلصلوةُ مِفْتَاح الْجَنةِ.

অর্থ : "নামায জান্নাতের দরজার চাবি।"[৪৮] অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামায সঠিকভাবে আদায় করবে, সে এর বিনিময়ে জান্নাতে যাবে। কেননা, নামায হলো জান্নাতের চাবি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন :

اَلصلوةُ مِعرَاج الْمؤمِنِينَ.

অর্থ : "নামায মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ।"[৪৯] অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে' মিরাজে জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসী পরিভ্রমন শেষে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে পাঁচ ওয়াক্ত

৪৬. আল-কুরআন, সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৪৫
৪৭. আল-কুরআন, সূরা মু'মিনূন, আয়াত : ১-২।
৪৮. আল-হাদীস।
৪৯. আল-হাদীস; ইবনে মাজাহ বর্ণিত।

নামায ফরয স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়াতে ফিরে আসেন এবং সাহাবীদের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন সাহাবীগণ আক্ষেপ করে বলেন : "আমরাও যদি মিরাজে যেতে পারতাম!"

এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "নামায মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ।"

উল্লেখ্য যে, আমরা আমাদের নামাযের দ্বারা কখনো কি মিরাজের মর্তবা হাসিল করতে পেরেছি?

যে নামায নামাযীকে পাপাচার ও অশ্লীল কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না; যে নামাযের মধ্যে নামাযী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কুরবত বা নৈকট্য অনুভব করতে পারে না, সে নামায প্রকৃত নামায নয়। প্রকৃত নামায কিভাবে আদায় করা যায় সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী উল্লেখযোগ্য। তিনি জিবরাঈল (আ.)কে প্রশ্ন করেন– ইহ্‌সান কি?

হযরত জিবরাঈল (আ:)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন :

اَنْ تَعبدَ اللهَ كانَّكَ تَرَاه فَاِنْ لم تَكُن تَرَاه فَاِنه يَرَاكَ.

অর্থ : তুমি তোমার (দিলের মধ্যে ভয়-ভক্তি ও একাগ্রতার দ্বারা) আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে করবে যে, তুমি নিজেই আল্লাহ্‌কে দেখছো। আর যদিও তুমি তোমার এ বাস্তব চোখে তাঁকে দেখতে না পাও; জেনে রাখ! নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।[৫০]

উল্লেখ্য যে, যে নামায 'হুজুরে কাল্‌ব' বা পূর্ণ একাগ্রতার সাথে পড়া হয় না, যে নামাযে 'খুশু-খুযূ' বা বিনয় ও কাকুতি-মিনতি নেই, সেই নামায নামাযীকে যাবতীয় অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

সাধারণ নামাযীদের অবস্থা এই যে, যখনই কোন নামাযী তাক্‌বীরে তাহ্‌রিমা বেঁধে নামায দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার মনের মধ্যে দুনিয়ার খেয়াল জাগিয়ে দেয়। মুখে সূরা, কিরাত পড়লে অন্তর থাকে শয়তানের দখলে, তথা দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন, আর এ ধরণের নামায আল্লাহ্ কবুল করেন না। ফলে, এ ধরনের

৫০. মিশকাত শরীফ, কিতাবুল ঈমান দ্রষ্টব্য। আরো দেখুন, ইবনে আবেদীন, শামী, ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা

এখানে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : رَأَيتُ رَبى فِى الْمَنَامِ مِائَةَ مَرةً. অর্থাৎ "আমি আমার রবকে স্বপ্নে একশতবার দেখেছি।" এর দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌কে বাস্তব চোখে দেখা সম্ভব না হলেও আত্মিক চোখে দেখা যায়।

নামাযী, নামাযের আসল ফযীলত ও বরকত থেকে মাহরূম হয়।

এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য জরুরী হলো- এমন কোন কামিল ব্যক্তির হাতে নিজেকে সোপর্দ করা, যিনি মুরিদের দেলের মুখে লাগাম লাগিয়ে, দুনিয়ার খেয়াল থেকে তাকে ফিরিয়ে নামাযের মধ্যে একাগ্র করে রাখতে সক্ষম। যিনি কোন কামিল-মুকাম্মিল মুরশিদের তাওয়াজ্জুহ পান নাই, তার পক্ষে এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।

প্রকৃত নামাযীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

وَالذِينَ هم عَلى صَلَوَاتِهم يحَافِظُونَ اُولئكَ فِى جَناتٍ مكرمونَ.

অর্থ : "আর যারা নিজেদের নামাযের যথাযথ হিফাযত করবে, তারা জান্নাতে সম্মানিত অবস্থায় বসবাস করবে।"[৫১]

কিভাবে নামায আদায় করলে, সে নামায আল্লাহ্ কবুল করেন, সে সম্পর্কে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স.) বলেন : যে ব্যক্তি নামাযকে সময়মত আদায় করে, ভালরূপে উযূ করে, খুশু-খুযূর সাথে নামায পড়ে, রুকূ, সিজদা, কিয়াম সবই যথাযথভাবে আদায় করে, তার নামায জ্যোতির্ময় অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে এরূপ বলে :

"আল্লাহ্ তায়ালা তোমার সেরূপ হিফাযত করুন, যেরূপ তুমি আমার হিফাযত করেছ।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নামাযকে অন্যায়ভাবে আদায় করে, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা, খুশু-খুযূর সাথে আদায় করে না, রুকূ-সিজদা ঠিকমত দেয়না, তার নামায বিশ্রী ও কাল অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে বলে :

"আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে সেরূপ ধ্বংস করুক, যেরূপ তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ।"

এরপর ঐ নামাযীর নামাযকে পুরানো কাপড়ের মত গুটিয়ে তার মুখে নিক্ষেপ করা হয়।[৫২]

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন :

৫১. আল-কুরআন, সূরা মা'আরিজ : ৩৪-৩৫ আয়াত।

৫২. আল-হাদীস, তিব্‌রানী বর্ণিত।

“তোমরা কি জান, আল্লাহ্ তায়ালা কি বলেছেন? জবাবে সাহাবীরা বলেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার এ প্রশ্ন করেন এবং সাহাবীরা একই জবাব দেন।

তারপর তিনি (স.) বলেন : আল্লাহ্ তায়ালা নিজের ইজ্জত ও বুজুর্গীর কসম খেয়ে বলছেন : যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তের নামায সময়মত, সঠিকভাবে আদায় করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি সময়মত, সঠিকভাবে নামায পড়বে না, আমি ইচ্ছা করলে নিজ রহমতে তাকে ক্ষমা করবো, আর না হয় জাহান্নামে শাস্তি দেব।[৫৩]

* কোন নামায ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে :

নামায পড়ার সময় যাদের অন্তরে দুনিয়ার খেয়াল থাকে এবং সালাতে অমনোযোগী হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

فَوَيلٌ لِلْمصَلينَ. الذِينَ هم عَن صَلاَتِهم سَاهونَ....

অর্থ : “সুতরাং দুর্ভোগ সে সালাত বা নামায আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের সালাত বা নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।”[৫৪]

হযরত সা‘দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ‘যারা তাদের সালাত বা নামায সম্পর্কে উদাসীন, অমনোযোগী” এ আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন :

“যারা সালাত বা নামাযের সময় বিনষ্ট করে নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে না, নামায আদায়ে গড়িমসি করে এবং ইখলাস বা আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করে না।”[৫৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : যারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান-খয়রাত করে, তারা শিরক করে।[৫৬]

৫৩. আল-হাদীস বর্ণিত।
৫৪. আল-কুরআন, সূরা মাউন : ৪-৫ আয়াত।
৫৫. আল-হাদীস বর্ণিত।
৫৬. আল-হাদীস, আরো দেখুন তাফসীরে মাযহারী, সূরা মাউনের ৪-৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিরক তিন ধরনের :

১. শিরকে জলি বা স্পষ্ট শিরক।
২. শিরকে খফী বা গোপন শিরক এবং
৩. শিরকে আখফা বা সূক্ষ্ম শিরক, যা সাধারণত নামাযীর মধ্যে ইখলাস বা আন্তরিকতা না থাকার কারণে নামায আদায়ের সময় হয়ে থাকে।

কারণ নামাযী ব্যক্তি জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র সাথে এভাবে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যেমন আল্লাহ্র বাণী :

اِنى وَجهت وَجهىَ لِلذِى فَطرَ السموتِ وَالاَرضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمشرِكِينَ.

অর্থ : “আমি একান্তে, একনিষ্ঠভাবে সেই আল্লাহ্র দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।”[৫৭]

উল্লেখ্য যে, নামাযী ব্যক্তি নামায আদায়ের সময় যখন কেবল দেহ দিয়ে নামাযের আরকান-আহকাম আদায় করে এবং তার ‘কলব’ বা অন্তর দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত রাখে, তখন অন্তর্যামী আল্লাহ্ তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা খেলাফ করার কারণে সে ব্যক্তির নামায কবুল করেন না। বরং তিনি, যে ফিরিশতারা বান্দার নামায আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে দেন, তাদের বলেন :

“ছুঁড়ে মার ঐ নামাযকে সেই নামাযীর মুখে, যে তার দেহখানা আমার মুখী করেছে এবং তার দিল বা অন্তর দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত রেখেছে।”

বস্তুত দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষ সৃষ্টি। রূহ বা আত্মাবিহীন শরীর লাশ মাত্র। আল্লাহ্ তায়ালা লাশের নামায চান না; বরং দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে যে নামায আদায় করা হয়, সেই নামাযটিই আল্লাহ্ কবুল করেন এবং এর বিনিময়ে তিনি তাকে আখিরাতে জান্নাত দান করবেন। এর অন্যথা হলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেবেন। অতএব, সবাই সাবধান!

* সব চাইতে নিকৃষ্ট চোর কে?

عَن عَبد اللهِ ابنِ اَبِى قَتَادَةَ رض عَن اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ : اَسوَءُ الناسِ سَرَقَةَن الذِى يَسرَق صَلوَته قَالُوا يَا رَسولَ اللهِ وَكَيفَ يَسرِق صَلوَته؟ قَالَ لاَ يَتِم رکُوعَهَا وَلاَسجودَهَا.

৫৭. আল-কুরআন, সূরা আন‘আম : ৭৯ আয়াত।

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

“চোর হিসেবে সব চাইতে নিকৃষ্ট চোর ঐ ব্যক্তি, যে নামাযের মধ্যে চুরি করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! নামাযের মধ্যে কিভাবে চুরি করে?

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে রুকূ এবং সিজদা ঠিকমত আদায় করে না।”[৫৮]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “মানুষ নামায পড়ে শেষ করে, অথচ তার জন্য সওয়াবের দশ ভাগের এক ভাগ লেখা হয়। এভাবে কেউ নয় ভাগের এক ভাগ, কেউ আট ভাগের এক ভাগ, কেউ সাত ভাগের এক ভাগ, কেউ ছয় ভাগের এক ভাগ, কেউ পাঁচ ভাগের এক ভাগ, কেউ চার ভাগের এক ভাগ, কেউ তিন ভাগের এক ভাগ এবং কেউ দুই ভাগের এক ভাগ সওয়াব পায়।[৫৯]

উল্লেখ্য যে, নামাযের মধ্যে যার খুশু-খুযূ ও ইখলাস যে পরিমাণ থাকবে, সে ব্যক্তি সেরূপ সওয়াব পাবে। আর যার নামাযে এসব থাকবে না, সে মোটেই কোন সওয়াব পাবে না।

---

৫৮. আল-হাদীস বর্ণিত।

৫৯. আল-হাদীস, আবু দাউদ শরীফ বর্ণিত।

সপ্তম অধ্যায়

* যে ভাবে নামায পড়লে তা কবুল হবে :

উল্লেখ্য যে, দেহ এবং রূহ বা আত্মার মিলিত নাম মানুষ। দেহের খোরাক জড় খাদ্য, পানীয়। আর রূহের খোরাক আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ। ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে সব ইবাদত, হুকুম-আহকাম নির্ধারিত করা হয়েছে, সেগুলো পালন করার সময় দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে খুশু-খুযূ ও আন্তরিকতার সাথে করতে হবে। যে ইবাদতে এ দুটির সমন্বয় থাকে না। তা আল্লাহ্ কবুল করেন না। যেমন হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِن اللهَ لاَينظُر اِلى صوَرِكُم وَالى اَموَالِكُم بَلْ اِلى قُلُوبِكُم وَاَعمَالِكُم.

অর্থ : “নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর এবং (হৃদয়ের এ বিশ্বাস নিয়ে) তোমরা যে আমল কর তা।”[৬০]

প্রসঙ্গতে নামাযের কথা বলা যায়। যে নামাযী ব্যক্তি নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুশু-খুযূর সাথে নামায আদায় করে এবং নামায আদায়কালে তার অবস্থা এমন হয়, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَنْ تَعبدَ اللهَ كَاَنكَ تَرَاه فَاِنْ لم تَكُن تَراه فَاِنه يَرَاكَ.

অর্থ : “তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে কর, যেন তুমি তাকে দেখছো। আর যদি তুমি আল্লাহ্কে দেখতে সক্ষম না হও; তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।”[৬১]

এটি হাদীসে জিবরীল (আ.)-এর অংশ বিশেষ। তিনি একদা নবী (স.) কে ইসলামী শরীয়তের মূল অংশ শিক্ষা দেয়ার জন্য এসে প্রশ্ন করেন :

ইসলাম কি, ঈমান কি এবং ইহ্সান কি?

ইহ্সানের জবাবে নবী (স.) যা বলেন, তা থেকে স্পষ্ট যে, আত্মিক দর্শনের ভাব সৃষ্টি করে নামায আদায় করতে হবে; তাহলে তা আল্লাহ্ কবুল করবেন, অন্যথায় নয়।

---

৬০. আল-হাদীস বর্ণিত।

৬১. আল-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।